সংবাদ

তারিখ ... 9 FEB 2017 ...
পৃষ্ঠা ১২ ... ৬ ...

এবার নয়ন বাহিনীর লোমহর্ষক নির্যাতনে শিক্ষক হাসপাতালে

প্রতিনিধি, পিরোজপুর

পিরোজপুরের স্বরূপকাঠি উপজেলার সমুদয়কাঠী ইউনিয়নের মৈশানী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক বিধান চন্দ্র সরকারকে একটি ঘরে আটকে রেখে বিবস্ত্র করে মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। চিহ্নিত সন্ত্রাসী নয়ন গাজী ও তার সহযোগীরা তাকে ২২ ঘন্টা নির্যাতন করার পরে সাদা কাগজে স্বাক্ষর নিয়ে অন্যান্য শিক্ষকদের জিম্মায় তাকে ছেড়ে দেয়। নয়ন বাহিনী এ শিক্ষককের পুরুষাঙ্গসহ শরীরে স্পর্শকাতর স্থানে উপর্যুপরি আঘাত করায় মারাত্মক অসুস্থ হয়ে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। এ ঘটনায় সোমবার রাতে নয়ন বাহিনির মাঈনুল ও সিদুলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ওই শিক্ষক বর্তমানে বরিশালে চিকিৎসা নিচ্ছেন বলে মুঠোফোনে তিনি এ প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, নির্যাতনের ঘটনা কাউকে জানালে আমাকে হত্যা করে লাশ গুম করে ফেলবে, তাই প্রাণভয়ে ওখান থেকে পালিয়ে এসেছি।' তিনি বলেন, নয়ন ও তার দলবল তার শরীরে স্পর্শকাতর স্থানে উপর্যুপরি আঘাত করায় তিনি মারাত্মকভাবে অসুস্থ। নির্যাতিত শিক্ষক বিধান চন্দ্র সরকারের বাড়ি সাতক্ষীরা জেলায়। সন্ত্রাসী নয়ন গাজী ও তার সহযোগীদের ভয়ে ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা প্রশাসনকেও বিষয়টি অবহিত করতে পারেনি। এমনকি সন্ত্রাসীদের ভয়ে ওই এলাকার কেউ এ বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে সাহস পায়নি। শিক্ষক সমিতির সভাপতি স্বপন কুমার জানান, নন-গভর্নমেন্ট টিচার্স রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেশন অথরিটি (এনটিআরসিএ) এর মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়ার পর বিধান সরকার গত ২৪ নভেম্বর মৈশানী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিপিএড শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এরপর থেকে তিনি পাশের একটি বাড়ির পরিত্যক্ত ঘরে একা বসবাস করে আসছেন। ঘটনার দিন শুক্রবার এক ছাত্রীর সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্কের মিথ্যা অভিযোগ এনে সন্ত্রাসী নয়ন গাজী ও তার সহযোগীরা শিক্ষক বিধান চন্দ্রকে বিদ্যালয়ের পাশের একটি দোকানের সামনে মারধর শেষে বিবস্ত্র করে ফেলে রাখে। একপর্যায়ে সন্ত্রাসীরা ওই শিক্ষককে পাশের হরি মন্দিরে নিয়ে আটকে রেখে রাতভর নির্যাতন চালায়। পরদিন শনিবার দুপুরে নয়ন গাজীর লেখা একটি মুচলেকায় শিক্ষক বিধান চন্দ্র সরকারের স্বাক্ষর রেখে ওই বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকদের কাছে ছেড়ে দেয়। এরপর বিদ্যালয়ের আরেক শিক্ষিকা পর্শিয়া হালদারের সহায়তায় তিনি পালিয়ে বরিশাল গিয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

স্বরূপকাঠি
চাঁদা না দেয়ায় টানা ২২ ঘন্টা নির্যাতন শেষে সাদা কাগজে স্বাক্ষর আদায়

শিক্ষক নেতা স্বপন কুমার দত্ত জানান, ২০০১ এর নির্বাচনের দিন থেকে নয়ন গাজী মৈশানী এলাকায় ত্রাস শুরু করে, যা এখনও চালাচ্ছে সে। তার হাতে অনেক সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে।

তার নামে থানায় অনেক মামলা আছে। তিনি আরও বলেন, 'নিজ যোগ্যতায় চাকরি পেয়েছেন বিধান চন্দ্র সরকার। চাঁদা চেয়ে না পেয়ে সন্ত্রাসী নয়ন গাজী ও তার সহযোগীরা শিক্ষক বিধান চন্দ্র সরকারকে নির্যাতন করেছে। বিষয়টি আমি স্বরূপকাঠি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জানিয়েছি। এছাড়া স্বরূপকাঠী পৌরসভার মেয়র ও স্বরূপকাঠী পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম কবিরকে জানিয়ে সহায়তা চেয়েছি। মৈশানী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মৌলভী খলিলুর রহমান বলেন, 'আমরা যে জায়গায় চাকরি করছি সে জায়গাটা খুব খারাপ। এর বাইরে বেশি কিছু বলতে পারব না।' শিক্ষক নির্যাতনের বিষয়টি গতকাল সকালে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মুনিরুল ইসলাম এ প্রতিবেদককে বলেন, এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার ৪ জনের নাম পাওয়া গেছে। তারা হলো-- নয়ন, মাইনুল, সিদুল ও নাছির। এদের মধ্যে সোমবার রাতে মাঈনুল ও সিদুলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কেউ মামলা দেয়নি, তবে পুলিশ বাদী হয়ে এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং নয়ন ও নাছিরকে গ্রেফতার করার জন্য পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

স্বরূপকাঠী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) বিকাশ চন্দ্র বলেন, 'নয়ন গাজীর নামে অস্ত্র ও ডাকাতিসহ ৭/৮টি মামলা রয়েছে। মাস খানেক আগে তাকে গ্রেফতার করতে গিয়ে আমি নিজেও একবার আহত হয়েছিলাম।